Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Poush 27, 1432 Bangla, January 11, 2026, Sunday, No. 11, 56th year

H I G H L I G H T S

The Cabinet Division has instructed the concerned to use the referendum logo in government communications until the election and to display banners in a conspicuous place. (Jago FM: 11)

Analysts are expressing concerns about holding the election in a fair environment in the face of the deteriorating law and order situation. (DW: 09)

Division, doubt, and distrust have gradually become apparent as both the BNP and Jamaat-e-Islami alliances attempt to negotiate seats in the upcoming parliamentary election. (BBC: 06)

The interim government of Bangladesh has expressed interest in principle to be a part of the International Stabilization Force, planned by US President Donald Trump, to be deployed in Gaza. (BBC: 04)

National Security Adviser Dr Khalilur Rahman has requested US administration to ease travel of Bangladeshi businessmen to the US in the context of the recent visa bond move. (DW: 08)

Bangladesh Bank Governor Dr. Ahsan H. Mansur has warned that the culture of looting in the banking sector will never be allowed to return to Bangladesh. (Jago FM: 12)

CPD says ADP execution in the current fiscal year is the slowest in 10 years; private investment is also at its lowest level in recent times. (Jago FM: 13)

Finance Adviser Salehuddin Ahmed has said cutting interest rates without maintaining coordination between the Treasury bill, the banking sector, and the market system risks destroying the overall economic balance. (Jago FM: 11)

Bangladesh CNG Filling Station and Conversion Workshop Owners Association has urged the govt to immediately take urgent measures to normalize and ensure adequate LPG import. (Jago FM: 14)

The Road Safety Foundation's 2025 annual road accident report says 1,080 children were killed in road accidents across the country in 2025. (Jago FM: 13)

There is a severe shortage of rabies vaccines in government hospitals in Rajshahi division; affected patients are suffering severely. (Jago FM: 12)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

পৌষ ২৭, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ১১, ২০২৫, রবিবার, নং- ১১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

নির্বাচন পর্যন্ত সরকারি যোগাযোগে গণভোটের লোগো ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত ব্যানার দৃষ্টিনন্দন স্থানে প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। (জাগো এফএম: ১১)

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির মুখে সুষ্ঠু পরিবেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশ্লেষকেরা। (ডয়েচে ভেলে: ০৯)

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি এবং জামায়াত দুই জোটেই আসন সমঝোতা করতে গিয়ে এক ধরনের বিভক্তি, সংশয়, অবিশ্বাস ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়েছে। (বিবিসি: ০৬)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজার জন্য যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্স গঠনের পরিকল্পনা করেছেন তার অংশ হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকার। (বিবিসি: ০৪)

বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সাম্প্রতিক ভিসা বন্ডের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ সহজ করতে মার্কিন প্রশাসনকে অনুরোধ জানিয়েছেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। (ডয়েচে ভেলে: ০৮)

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে লুটপাটের সংস্কৃতি আর কখনই ফিরতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। (জাগো এফএম: ১২)

সিপিডি বলছে, দেশে এডিপি বাস্তবায়নের হার গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে ; বেসরকারি বিনিয়োগ সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। (জাগো এফএম: ১৩)

ট্রেজারি বিল, ব্যাংকিং খাত ও বাজার ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় না রেখে সুদের হার কমালে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। (জাগো এফএম: ১১)

অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। (জাগো এফএম: ১৪)

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ২০২৫ সালের সড়ক দুর্ঘটনার বার্ষিক প্রতিবেদনে বলছে , ২০২৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় গাড়ি চাপায় সারাদেশে ১ হাজার ৮ জন শিশু নিহত হয়েছে। (জাগো এফএম: ১৩)

রাজশাহী বিভাগের সরকারি হাসপাতালগুলোতে জলাতঙ্কের টিকার তীব্র সংকট চলছে ; চরম ভোগান্তিতে আক্রান্ত রোগীরা। (জাগো এফএম: ১২)

বিবিসি

উত্তরাঞ্চল সফর হলো না, তারেক রহমানের নির্বাচনি সফর সিলেট থেকেই শুরু?

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান রোববার থেকে উত্তরবঙ্গ সফরের ঘোষণা দিলেও, সফরের একদিন আগে শুক্রবার রাতে তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। কারণ হিসেবে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে তারেক রহমানের উত্তরাঞ্চল সফর স্থগিত করা হয়েছে। ওই সফর স্থগিতের পরদিনই শনিবার ঢাকায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন বিএনপি চেয়ারম্যান। এই মতবিনিময় সভায় যোগ দিয়ে বিএনপি নেতা মি. রহমান জানান, আগামী ২২ তারিখ থেকে তিনি তার পরিকল্পনা নিয়ে সারা দেশের মানুষের কাছে যাবেন। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনি আচরণবিধি অনুযায়ী, নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দের আগ পর্যন্ত কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ বা ভোট চাওয়ার ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ রয়েছে। যে কারণে উত্তরের জেলা বগুড়াসহ বিভিন্ন জায়গায় তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি নেওয়ার পরও সেই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী, আগামী ২১ জানুয়ারি প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেবে নির্বাচন কমিশন। আর প্রতীক বরাদ্দের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার-প্রচারণা শুরু করতে পারবে রাজনৈতিক দলগুলো ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।

বিএনপির সূত্রগুলো বলছে, বিএনপি নেতা তারেক রহমানের উত্তরবঙ্গ সফরের ঘোষণার পর এটি নিয়ে জামায়াতসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগও জানিয়েছে। যে কারণে নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে তারেক রহমানের সফর স্থগিত করা হয়। শুক্রবার রাতে যে বৈঠকে এই সফর স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয়, সেই সভায়ই খালেদা জিয়ার মৃত্যুজনিত কারণে দলীয় প্রধানের পদ শূন্য হওয়ায় দলীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পান তারেক রহমান। শনিবার গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভায় বিএনপি চেয়ারম্যান দেশ গঠনে তার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। আর দেশে ফেরার দিন তিনি যে 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান' কথাটি বলেছিলেন, তারও কিছু ধারণা সংক্ষিপ্ত আকারে সাংবাদিকদের সামনে উপস্থাপন করেন। মি. রহমান এ সময় বলেন, "বিএনপি সরকার গঠন করলে জাতিকে সঠিকপথে পরিচালিত করবে। অবশ্যই আমরা ৫ আগস্টের আগে ফিরে যেতে চাই না।" এ ছাড়াও, বেকারত্ব দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ আগামীতে বিএনপি ক্ষমতায় এলে যে-সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, তার নানা দিক নিয়েও খোলামেলা করেন তারেক রহমান।

সিলেট থেকেই নির্বাচনি সফর শুরু?

প্রায় দেড়যুগ পর গত ২৫ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফেরেন বিএনপি নেতা তারেক রহমান। এর পাঁচ দিনের মাথায় মারা যান দলীয় চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। এর দশ দিনের মাথায় শুক্রবার রাতে স্থায়ী কমিটির সভায় তারেক রহমানকে বিএনপির চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হয়। শনিবার ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিএনপির এই নেতা বলেন, "আমার দেশে ফিরে আসার পরে আমি যে কয়বার আমার বাইরে যাওয়ার একটু বেশি সুযোগ হয়েছে, আমি সাভারে গিয়েছিলাম, আরও কয়েকটি জায়গায় গিয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছে, নতুন প্রজন্ম একটি গাইডেন্স চাইছে, নতুন প্রজন্ম একটি আশা দেখতে চাইছে।" মি. রহমান দেশে ফেরার প্রায় দুই সপ্তাহ আগে গত ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার কারণে তার ফেরার দিন ঢাকায় একটি সংবর্ধনার বাইরে কোনো সভা-সমাবেশ বা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে পারেনি বিএনপি। রোববার থেকে তারেক রহমানের নিজ জেলা ও তার নির্বাচনি এলাকা বগুড়া থেকে উত্তরাঞ্চলে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। যদিও সেখানে কোনো রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের ঘোষণা ছিল না। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সফরটি হচ্ছে। তবে শুক্রবার রাতেই সেই কর্মসূচি স্থগিত করার কথা জানান বিএনপি মহাসচিব। শনিবার সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমতায় গেলে বিএনপির পরিকল্পনা তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি দেশের মানুষের কাছেও তার পরিকল্পনা তুলে ধরার কথা জানান। এ সময় তারেক রহমান বলেন, "সামনে নির্বাচন, আমি একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। স্বাভাবিকভাবে আমরা ২২ তারিখ থেকে সকল রকম পরিকল্পনা নিয়ে জনগণের কাছে যাবো।" তবে কোন জায়গা থেকে তিনি এই সফর শুরু করবেন, সেটি নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি এই মতবিনিময় সভায়। তবে, ওই বৈঠকের পর শনিবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, আগামী ২২ জানুয়ারি সিলেট থেকে তারেক রহমানের সফর শুরু হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দের পর থেকেই আনুষ্ঠানিক প্রচার-প্রচারণা শুরু করতে পারবে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা। বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে দেখা যায়, বেশিরভাগ সময়ই সিলেটে শাহজালালের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমেই বিএনপি, আওয়ামী লীগের মতো রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করে থাকে।

তারেক রহমানের পরিকল্পনা কী?

শনিবারের সভায় দেশের বিভিন্ন পত্রিকা, টেলিভিশন ও অনলাইনের শীর্ষকর্তা ব্যক্তিরাও যেমন বক্তব্য রাখেন। তেমনি প্রশ্ন করেন সিনিয়র সাংবাদিকরাও। তারা এ সময় তারেক রহমানের পরিকল্পনার বিষয়গুলো নিয়েও জানতে চান। যে কারণে মি. রহমান তার বক্তব্যে কিছু পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "পরবর্তীতে আগামী নির্বাচনে

ইনশাল্লাহ জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা সরকার গঠনে সক্ষম হলে আমাদের একটি পরিকল্পনা রয়েছে। এই নারীরাই শিক্ষিত হয়েছে, এদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।" বহুল আলোচিত ফ্যামিলি কার্ডের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, "একটু আগে আমি যে ফ্যামিলি কার্ডটির কথা বলেছিলাম, সেটির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেটাই এই নারী সমাজকে গড়ে তোলা। আমাদের হিসাব মতে, বাংলাদেশে চার কোটি ফ্যামিলি আছে। আমরা যদি পরিবার হিসেবে ভাগ করি, অ্যাভারেজে একটি পরিবারে পাঁচজন করে সদস্য ধরা হয়েছে।" "আমরা এই ফ্যামিলি কার্ডটি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি। আমি বলেছিলাম, 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান'। সেই প্ল্যানের একটি অংশ হচ্ছে, ফ্যামিলি কার্ড। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী।" ফ্যামিলি কার্ড কাকে, কীভাবে দেওয়া হবে, সে সবের কিছু ধারণাও দেন তিনি। "ফ্যামিলি কার্ড মানে এই নয় যে, একটা ফ্যামিলি কার্ড যেই পাবে, সে সারাজীবনের জন্য পাবে। যে গৃহিণী কার্ডটা পাবেন, সেটা সারাজীবনের জন্য না। ৫-৭ বছর তাকে আমরা একটা সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো। সেটা টাকার হিসেবে হতে পারে বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের হিসেবেও হতে পারে।" তারেক রহমান বলেন, "এই কার্ডটি প্রথমত তার ফ্যামিলির স্বাস্থ্যের পেছনে, ছেলে-মেয়ের শিক্ষার পেছনে। তৃতীয়ত সে ছোট ছোটভাবে ইনভেস্ট করতে পারবে। স্বাভাবিকভাবে এইভাবে, যে যখন ইনভেস্ট করবে, তখন তার গ্রামের অর্থনীতিটা শক্তিশালী হবে।" তিনি জানান, চার কোটি পরিবারের মধ্যে কার্ডটি দেওয়া হবে। তবে সবগুলো পরিবারের মধ্যে একবারে নয়। ধীরে ধীরে দেওয়া হবে। সেটি যেমন হতদরিদ্ররা পাবে, প্রয়োজন হলে সেটি ডিসি-এসপির স্ত্রীরাও পাবেন। কৃষকদের সহায়তার জন্য কৃষি কার্ড চালুর ভাবনা রয়েছে জানিয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, "একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, হেলথ ইস্যু। বাংলাদেশে ২০ কোটি মানুষ। আমরা স্লোগান দিয়ে হয়ত বলতে পারি যে, সকলের জন্য স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করব, আমরা সকলকে স্বাস্থ্য সুবিধা দেব।"

গণতান্ত্রিক চর্চায় গুরুত্ব

এইদিনের মতবিনিময় সভায় তারেক রহমান তার বক্তব্যে বেশ কিছু বিষয়ে তার অবস্থান স্পষ্ট করেন। সেই সাথে আগামী দিনের রাজনীতির চ্যালেঞ্জের কথাও তুলে ধরেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, "সামনে আমাদের অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ আছে। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্য আছে। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আজকে আপনাদের কাছে এবং আপনাদের মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দলের সদস্যদের কাছে, সমাজের সব মানুষের কাছে আমি একটি বিনীত আহ্বান রাখতে চাই যে, আমাদের বিভিন্ন মতপার্থক্যগুলো নিয়ে যেন আলোচনা করতে পারি।" গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে জানিয়ে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, "আমাদের যে-কোনো মূল্যে গণতান্ত্রিক প্রসেসটা চালু রাখতে হবে। আমাদের জবাবদিহিতাটা চালু রাখতে হবে। সেটা জাতীয় পর্যায় হোক, কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা নির্বাচন, কিংবা ব্যবসায়ীদের নির্বাচন হোক।" "আমরা যে-কোনো পর্যায়ে জবাবদিহিতা বা গণতান্ত্রিক প্রসেসটা যদি কন্টিনিউ করতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবো", যোগ করেন তিনি। মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন, "আমি কাউকে আঘাত করতে চাইছি না। কাউকে আঘাত না করেই বলছি, আসুন আমরা দেশের মানুষের শিক্ষা, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য, দেশের নারীদের অধিকার, কর্মসংস্থান, পরিবেশ, সব কিছু মিলিয়ে যেটি একটি সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য।" সংস্কারের প্রসঙ্গ টেনে তারেক রহমান বলেন, "আমরা সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। আমার মনে হয়, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা উচিত। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের আলোচনা করা উচিত। অবশ্যই সেগুলো প্রয়োজন আছে। একই সাথে আমরা মানুষের প্রতিদিনকার তার চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন হবে, তার কর্মসংস্থান কী হবে, পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থা কী হবে, তার রাস্তায় বের হলে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে কি না, এই বিষয়গুলো আলোচনা আরেকটু বেশি হওয়া উচিত।" (বিবিসি ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ রিহাব)

গাজার জন্য ট্রাম্প প্রস্তাবিত বাহিনীতে থাকতে চাইছে বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজার জন্য যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্স বা আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করেছেন , তার অংশ হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। জবাবে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, তারাও 'গুরুত্বপূর্ণ' এ বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে একযোগে কাজ করতে আগ্রহী। সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ওয়াশিংটনে যু ক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট আলিসন হুকার ও সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুরের সঙ্গে বৈঠকে এ আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। তবে মার্কিন প্রশাসনের দিক থেকে এসব বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। বৈঠ কে দুইপক্ষের মধ্যে আলোচনায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য ভিসা সহজ করা ছাড়াও রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনের বিষয় উঠে এসেছে। প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি 'ভিসা বন্ড' বাধ্যতামূলক করে যে -সব দেশের নাম নতুন করে তালিকাভুক্ত করেছে , তার মধ্যে বাংলাদেশও আছে এবং বাংলাদেশি আবেদনকারীদের জন্য এ নিয়ম ২১ জানুয়ারি থেকেই কার্যকর হওয়ার কথা। তবে এসব কিছুর মধ্যে গাজায় ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত বাহিনীতে বাংলাদেশ যোগ দিতে আগ্রহী - সরকারের তরফ থেকে এটি প্রকাশের পর এ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, কীসের ভিত্তিতে সরকার এই আগ্রহ প্রকাশ করলো, সেটি বিস্তারিত জানালে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলছেন , বিশ্বজুড়ে এখন যে টালমাটাল পরিস্থিতি চলছে , সে

আলোকে ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে বাংলাদেশ আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় - এমন ইঙ্গিত হয়ত সরকার এ আগ্রহের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। "বাংলাদেশ সাধারণত জাতিসংঘের আওতাভুক্ত শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে হলেও গাজায় জাতিসংঘের আওতায় এই ফোর্স গঠিত হলে তাতে বাংলাদেশের জড়িত হতে আগ্রহী হতেই পারে," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহাব এনাম খান বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত এ বাহিনীতে যুক্ত হতে বাংলাদেশের দিক থেকে নেতিবাচক কিছু নেই বলেই মনে করেন তিনি।

সরকারের দিক থেকে কী বলা হচ্ছে

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের ওয়াশিংটন সফর নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, সফরকালে আলিসন হুকার ও পল কাপুরের সাথে বৈঠকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক, আগামী মাসে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন এবং রোহিঙ্গা ইস্যু ছাড়াও আঞ্চলিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মি. রহমান বাংলাদেশে মার্কিন কৃষিপণ্যের আমদানি উল্লেখযোগ্য বেড়ে যাওয়ার পর দুই দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা বৈঠকে তুলে ধরেছেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য বি-১ ভিসাটি 'ভিসা বন্ড' থেকে অব্যাহতি দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। আলিসন হুকার এ বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন বলে প্রেস উইংয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন, পর্যটন ভিসা নিয়ে মেয়াদের অতিরিক্ত সময়ে অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে কমলে যুক্তরাষ্ট্র 'ভিসা বন্ডের' বিষয়টি পর্যালোচনা করতে পারে। তিনি একই সাথে, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানরত বাংলাদেশিদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সহযোগিতার প্রশংসা করেছেন বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। এ বিবৃতিতেই গাজায় আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা ফোর্সে বাংলাদেশের অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করার কথা জানানো হয়েছে। যদিও এ ফোর্স কীভাবে গঠিত হবে, যুক্তরাষ্ট্র নাকি জাতিসংঘ- কার আওতায় এর কার্যক্রম চলবে এবং কাজের ধরন কী হবে, এসব বিষয় এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

কেন এই আগ্রহ

ইসরায়েলের ধারাবাহিক অভিযানে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গাজা উপত্যকা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আনা একটি খসড়া প্রস্তাব জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয়েছে গত নভেম্বরে। এতে গাজায় যুদ্ধ বন্ধে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি, একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) গঠনের কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, এই বাহিনী যারা গাজায় নিরস্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে, অস্ত্র জমা নেওয়া থেকে শুরু করে সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করা পর্যন্ত। ইতোমধ্যেই পাকিস্তান গাজার জন্য প্রস্তাবিত এই বাহিনীতে নিজেদের সৈন্য দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছেন, "আইএসএফ-এর ম্যান্ডেট এবং রেফারেন্সের শর্তাবলি কী হবে, তা নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।" গত অক্টোবরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানান, "অনেক দেশ" আইএসএফ-এ অংশগ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছে। ওই সময় তিনি বলেছিলেন, "স্পষ্টতই, আপনি যখন এই বাহিনী তৈরি করবেন, তখন এমন লোকদের থাকতে হবে, যারা ইসরায়েলের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় অথবা এমন দেশ যাদের সাথে ইসরায়েলও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।" এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেননি তখন। বিবিসির একটি খবরে তখন বলা হয়েছিল, আইএসএফের মিশনের পরিধি অস্পষ্ট, কারণ দেশগুলো এই সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন যে, আইএসএফ মোতায়েনের বিষয়ে পক্ষগুলোর মধ্যে কোনো চুক্তি না হলে, তাদের বাহিনী হামাস যোদ্ধাদের মুখোমুখি হতে পারে।

কূটনৈতিক বিশ্লেষক ও সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলছেন, জাতিসংঘের আওতায় এই বাহিনী গঠিত হলে বাংলাদেশের অংশ নিতে অসুবিধা নেই বলে মনে করেন তিনি। "প্রস্তাবিত এই বাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া এবং কাজের ধরন এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সাধারণত বাংলাদেশ শুধু জাতিসংঘ অনুমোদিত শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অংশ নিয়ে থাকে। ধারণা আছে, এটাও জাতিসংঘের অনুমোদনেই হতে পারে। সেজন্যই হয়ত ট্রাম্প প্রশাসনকে আগেই বাংলাদেশের দিক থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হলো আগ্রহ প্রকাশের মধ্যদিয়ে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, এর আগে কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে বাংলাদেশি গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে, অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঁচ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানোর একটি উদ্যোগ নিয়েছে সে দেশের সরকার। ইতোমধ্যে গত এক বছরে ২৫০ জনের বেশি বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। পাশাপাশি 'ভিসা বন্ড' তালিকায় বাংলাদেশের নাম সংযোজনের কারণে পর্যটকদের পাশাপাশি, ব্যবসায়ীদের স্বল্প মেয়াদের ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ কঠিন হয়ে উঠতে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশটির ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী, বাংলাদেশসহ ৩৮টি দেশের নাগরিকদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার জন্য ৫ থেকে ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত 'ভিসা বন্ড' বা জামানত জমা দিতে হবে। বন্ডের পরিমাণ নির্ধারিত হবে তিন ধাপে- ৫ হাজার, ১০ হাজার অথবা ১৫ হাজার মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে কার কত পরিমাণ অর্থ দিতে হবে, তা নির্ধারণ করবে ভিসা কর্মকর্তার উপর। এমন পরিস্থিতিতে সরকার চাইছে অন্তত ব্যবসায়ীদের এ নীতি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। আবার, দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার জন্যও বাংলাদেশের ওপর চাপ বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ৮ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র, আর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশে ২ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। ইতোমধ্যেই গত বছর থেকেই বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম, তুলা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসসহ (এলএনজি) আরও বেশি পণ্য আমদানির প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশি দামেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছু পণ্য আনতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। এর মাধ্যমে ২০০ কোটি ডলারের ঘাটতি কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে ঢাকায় কর্মকর্তারা ধার ণা দিয়েছেন। বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ৮ জানুয়ারি বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জ্যামিয়েসন গ্রিয়ারের সঙ্গে। ওই বৈঠকে বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কহার ২০ শতাংশ থেকে কমানোর অনুরোধ করা হয়েছে। গত আগস্টে বাংলাদেশের জন্য ওই পাল্টা শুল্ক হার ঘোষণা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এরপর দুই পক্ষ একটি চুক্তির জন্য কাজ শুরু করলেও, তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। অনেকের ধারণা , এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই সরকারের দিক থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টার অংশ হিসেবেই গা জা নিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনায় শামিল হওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহাব এনাম খান বলছেন , গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য নেতিবাচক কিছু নেই এবং এটি ভূ -রাজনৈতিক ঝুঁকিও তৈরি করবে না। "তবে এ নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে এবং ওআইসি সদস্যদের মধ্যে কোনো ভুল বুঝাবুঝি যেন না হয়, সেজন্য সচেতন থাকা জরুরি। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোটকে এড়িয়ে যাওয়া বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক কিছু হবে না। আবার চীন ফ্যাক্টরও এ ক্ষেত্রে ঝুঁকি হবে না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। মি . খান বলেন, বাংলাদেশের এলডিসিতে উত্তরণ ও বাণিজ্য চুক্তি আলোচনাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ বলে তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা এ মুহূর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ রিহাব)

বিএনপি জোটে অবিশ্বাস, জামায়াতের জোটে 'বিভক্তি'

বাংলাদেশে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে রাজনীতির মাঠে দুটি জোট সক্রিয় হয়ে উঠেছে। একটিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে বিএনপি। মূলত অতীতে দলটির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা গণঅধিকার পরিষদ, গণতন্ত্র মঞ্চের দলগুলোসহ বিভিন্ন দলকে নিয়ে আসন সমঝোতার এই জোট হয়েছে। অন্য নির্বাচনি জোটে আছে জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন এবং এনসিপিসহ ১১টি দল। বলা হচ্ছে, আগামী নির্বাচনে মূল লড়াই হবে মূলত এই দুটি জোটের মধ্যে। ইতোমধ্যেই বিএনপি এবং জামায়াত তাদের জোটে থাকা দলগুলোর সঙ্গে আসন সমঝোতা করছে। তবে এই আসন সমঝোতা করতে গিয়েই দেখা যাচ্ছে, দুটি জোটের ভেতরেই এক ধরনের বিভক্তি, সংশয়, অবিশ্বাস ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়েছে। কোন দল কত আসন পাবে, কোন আসন কাকে দেওয়া হবে, আসন ভাগাভাগি নিয়ে তৃণমূল নেতাদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠা- এমন সংকট সামনে চলে এসেছে। জামায়াতের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে আসন ভাগাভাগি নিয়ে। আর বিএনপি জোটে বড় হয়ে উঠেছে, জোটের প্রার্থীকে ছেড়ে দেওয়া আসনে দলটির বিদ্রোহী প্রার্থী দাঁড়িয়ে যাওয়া।

একই আসন নিয়ে টানাটানি ইসলামী আন্দোলন ও জামায়াতের

বরিশাল সদরের চরমোনাই ইউনিয়ন। বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল ইসলামী আন্দোলনের মূল কেন্দ্র এখানে। চরমোনাই ইউনিয়নটি পড়েছে বরিশাল সদরের মধ্যে। এই আসনটিতে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রার্থী হয়েছেন দলটির সিনিয়র নায়েবে আমীর সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। আবার এই একই আসনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুয়াযযম হোসাইন হেলাল। একই জোটে থাকা দুই দলের কেউই আসনটি ছাড়তে চান না। ফলে দুই প্রার্থী নিয়ে টানাপড়েন তৈরি হয়েছে দল দুটির মধ্যে। বিশেষ করে যেখানে চরমোনাই পীরের মূল কেন্দ্র, সেখানে জামায়াতের প্রার্থী দেওয়াকে ভালোভাবে নেয়নি ইসলামী আন্দোলন। "আমরা তো জামায়াত আমির ডা. শফিক সাহেবের আসনে প্রার্থী দেই নাই। সেখানে আমাদের এখানে তাদের প্রার্থী দেওয়াটা অসুন্দর হয়েছে। এই এলাকায় আমাদের ভিত্তি। এখানে কি জোটের কেউ নির্বাচন করবে এটা সম্ভব? এটা কি হওয়া উচিত?" বলেন ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমীর ও বরিশাল ৫ আসনে দলটির প্রার্থী সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। তবে, আসনটিকে ঘিরে ইসলামী আন্দোলন ও জামায়াতের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হলেও জামায়াত আসনটি ছাড়তে রাজি নয়। এর পেছনে জামায়াতের যুক্তি হচ্ছে, ইসলামী আন্দোলনের সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বরিশাল- ৫ আসনের সঙ্গে বরিশাল-৬ আসনেও প্রার্থী হয়েছেন। একই ব্যক্তিকে দুটি আসনে মনোনয়ন না দিয়ে যে-কোনো একটি আসন বিশেষত বরিশাল- ৬ আসনটি নিতে বলছে জামায়াত। "তিনি (সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম) দুটি আসনে প্রার্থী হয়েছেন। আমরা বলেছি, আপনারা একটি নেন। সে হিসেবে বরিশাল-৬ আসনটি নিতে বলা হচ্ছে। কিন্তু তিনি দুটি আসনেই মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এখন একজন ব্যক্তির দুটি আসনে নির্বাচন করা, এটা তো জামায়াতে ইসলামীর আমীর সাহেবও করছেন না। আমরা আশাকরি এটা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে।" বলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুয়াযযম হোসাইন হেলাল।

বরিশালে ইসলামী আন্দোলন এবং জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটে যখন টানাপড়েন, তখন স্বস্তি নেই রাজনীতিতে জামায়াতের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটেও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বরিশালেরই পাশের জেলা পটুয়াখালীর কথা। জেলাটির গলাচিপা এবং দশমিনা নিয়ে গঠিত পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপির কোনো আনুষ্ঠানিক প্রার্থী নেই। এখানে দলটির নেতৃত্বাধীন জোটের পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে শরিক দল গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরকে। কিন্তু জোটের মনোনয়ন পেলেও এলাকায় 'বিএনপির সমর্থন পাচ্ছেন না' নুরুল হক নূর।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, “এলাকায় বিএনপির যে নেতা-কর্মী আছে, তাদের নব্বই শতাংশই বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছেন।” আসনটিতে বিএনপির সেই বিদ্রোহী প্রার্থী দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাসান মামুন। সম্প্রতি অবশ্য তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। মি. মামুন দলের মনোনয়ন না পাওয়ায় স্বতন্ত্রভাবেই নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। সরেজমিনে গলাচিপা এলাকায় হাসান মামুনের একটি ঘরোয়া বৈঠকে দেখা যায়, সেখানে মূলত বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরাই উপস্থিত হয়েছেন। উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের পদধারী নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এসব কমিটির অধিকাংশই হাসান মামুনের তত্ত্বাবধায়নে গঠিত হওয়ায় নেতা-কর্মীরা সরাসরি তার পক্ষেই কাজ করছেন।

জানতে চাইলে হাসান মামুন বলেন, তার ভাষায়, বিএনপিকে বাঁচাতেই তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। “রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্ধারণে যখন ভুল হয়, তখন জনগণের মধ্য থেকে নেতৃত্ব বেরিয়ে আসে। এই আসনটি যখন জোটকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে সেন্টিমেন্ট জাগ্রত হয়েছে যে, এখানে বিএনপির প্রার্থী থাকা উচিত। এখানে বিএনপির সমস্ত নেতা-কর্মী আমার সঙ্গে আছেন। কারণ তারা জানে, এই সিট যদি আমরা গণঅধিকারকে ছেড়ে দেই, তাহলে আগামী ত্রিশ বছরেও এই সিট আর বিএনপি পাবে না।” হাসান মামুন বিএনপির না হয়েও যেন বিএনপিরই প্রার্থী। কারণ স্থানীয় নেতা-কর্মীরা মূলত তার পক্ষেই কাজ করছেন। ফলে জোটের প্রার্থী হলেও আসনটিতে বিএনপির ভূমিকা নিয়ে অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থীর মধ্যে। একইসঙ্গে শরিকদের অন্য আসনগুলোতেও বিদ্রোহী প্রার্থী থাকায় সেটা পুরো জোটের মধ্যেই 'এক ধরনের অবিশ্বাস' তৈরি করেছে। গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর বিবিসি বাংলাকে বলেন, “আমাদের প্রত্যাশা ছিলো একটা ভারসাম্যপূর্ণ সংসদের জন্য বিএনপি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি আসন মিত্রদেরকে ছেড়ে দিতে পারে। যেহেতু খুব অল্পসংখ্যক আসন ছেড়েছে, ফলে নেতা-কর্মীদের মধ্যেও একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, এটা ছাইড়া লাভ কি! এটাও আমরা নিয়ে নিই। কারণ, এটা শুধু আমার বেলায় নয়, অন্য মিত্রদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে।”

সমাধানের আশায় বিএনপি, জামায়াত জোটে মিশ্র অবস্থা

বিএনপি এখনো পর্যন্ত শরিকদের জন্য আসন ছেড়েছে ১২টি। এই ১২টিসহ আরও যে-সব আসন নিয়ে আলোচনা চলছে, এর সবগুলোতেই বিদ্রোহী প্রার্থী থাকায় সেটা জোটের শরিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছে। যদিও বিদ্রোহী প্রার্থীদের অনেককেই বিএনপি বহিষ্কার করেছে। তবে এতেই সন্তুষ্ট নয় শরিক দলগুলো। কারণ রাজনীতিতে অতীত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, দল থেকে বহিষ্কার হলেও, পরে বহিষ্কৃতদের আবার দলে ফেরতও নেওয়া হয়। বিশেষ করে নির্বাচনে জিতে গেলে দলে ফিরতে সময় লাগে না। আর এই কারণেই জোট শরিকদের সন্দেহ, এই বিদ্রোহী প্রার্থীদের সরানো না হলে ভোটের মাঠে জেতা কঠিন হয়ে পড়বে। একইসঙ্গে বিএনপির নেতা-কর্মীদের পাশে পাওয়া যাবে না। জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, বিদ্রোহী প্রার্থী যেন না থাকে, সে বিষয়ে চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, “যারা দাঁড়িয়ে গেছে, তাদের অনেকের বিরুদ্ধে কিন্তু সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখন এটাকে সন্দেহ করলে সেটা করাই যায়। শরিক দলগুলো কিন্তু ভালো করেই জানে, আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান পর্যন্ত তাদের (বিদ্রোহীদের) সঙ্গে কথা বলেছেন। এখন শুনছে না। সময় তো এখনো শেষ হয়নি। মনোনয়ন প্রত্যাহার পর্যন্ত সময় আছে।” বিএনপি তাদের ভাষায়, সমাধানের চেষ্টা করছে।

কিন্তু এর প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতসহ ১১ দলের যে জোট, সেখানে এখনো পর্যন্ত আসন সমঝোতাই শেষ হয়নি। ফলে জামায়াতের এই জোটের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক ধরনের অস্থিরতা। যার মূল কেন্দ্রে আছে ইসলামী আন্দোলন ও জামায়াত। দল দুটো প্রায় পৌনে তিনশত আসনে প্রার্থী মনোনয়নও জমা দিয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ইসলামী আন্দোলন অন্তত ১০০ আসন বা এর কিছু কমবেশি হতে পারে, এমনসংখ্যক আসন ছাড়া জোটের আসন বণ্টনে যাওয়াকে 'সম্মানজনক' মনে করছে না। “একশত আসন কিংবা এর উপরে বা এর আশেপাশে- এরকম হলে আমি মনে করি বণ্টনটা আমাদের জন্য সম্মানসূচক হয়।“ বলেন, ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমীর সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। কিন্তু চূড়ান্ত সমঝোতায় যদি ১০০ আসনের চেয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসন কম দেওয়া হয়, তাহলে কি জোট থাকবে- এমন প্রশ্নে মি. করীম পাল্টা প্রশ্ন করেন, “সেটা (একশত আসন দেওয়া) হবে না কেন? না হওয়ার যুক্তি কী? যদি কারো জন্য এটা না হয়, তাহলে সে দায়-দায়িত্ব তাকেই গ্রহণ করতে হবে।”

এটা স্পষ্ট যে, জামায়াতসহ ১১ দলীয় জোটের আসন বণ্টন নিয়ে জটিলতা না কাটলে সেটা জোট ভাঙার দিকেও গড়াতে পারে। এর বিপরীত পক্ষে থাকা বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ভাঙন নিয়ে আশঙ্কা না থাকলেও, শরিকদের মধ্যে বিএনপির তৃণমূলের সমর্থন নিয়ে সন্দেহ-অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে দুটি রাজনৈতিক জোট ভেতর থেকে যে সংশয় আর অবিশ্বাসের মুখোমুখি, তার সমাধান কীভাবে হয়, তার উপরই নির্ভর করছে নির্বাচনের আগে জোট দুটির ভবিষ্যৎ। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

যুদ্ধবিরতির তিন মাস পর গাজা শান্তি পরিকল্পনা বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন

মার্কিন মধ্যস্থতায় গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে তিন মাস আগে। তবে, চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়টি এখনো ঝুলে রয়েছে। হামাস এখনো শেষ জিম্মিকে ফেরত দেয়নি এবং ইসরায়েলি সেনারা বেসামরিক এলাকাগুলোকে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে চলেছে। বুধবার টাইমস অফ ইসরায়েল প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ধৈর্যের বাঁধ ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। একজন মার্কিন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সূত্র জানায় যে, ওয়াশিংটন এখনো শেষ মৃত জিম্মিকে ফিরিয়ে আনতে এবং হামাসকে নিরস্ত্র করতে চায়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কোনও শর্তই "প্রস্তুত" নয়। পরবর্তী পর্যায়ে গাজায় একটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে কারা এতে অংশগ্রহণ করবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে সেটি খুব বেশি টেকসই হয়নি। ইসরায়েলি বাহিনী এখনো গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং হামাসের বিরুদ্ধে চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ করছে। বৃহস্পতিবার ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম জানায় যে, ইসরায়েলি গোলাগুলিতে পাঁচটি শিশুসহ নয়জন নিহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে, প্রায় তিন মাস সময়ে ৪৩৯ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। গাজা এখনো সাহায্যের তীব্র অভাবের সম্মুখীন। জাতিসংঘের সংস্থা এবং অন্যান্য গোষ্ঠী, সম্প্রতি দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি ঘোষণা করলেও, এখনো বিপুলসংখ্যক মানুষ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। (এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১০.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

আশার খোঁজে নতুন প্রজন্ম: তারেক রহমান

নতুন প্রজন্ম আশার খোঁজে আছে , সব প্রজন্মই একটি দিক -নির্দেশনা খুঁজছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির নতুন চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার রাজধানীর বনানীতে একটি হোটেলে সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় এমন মন্তব্য করেন বিএন পির চেয়ারম্যান। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতিকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তারেক রহমান বলেন , "আমার এক পাশে ১৯৮১ সালের একটি জানাজা, আরেক পাশে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের জানাজা এবং তৃতীয় পাশে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। এসব ঘটনা সামনে রাখলে বোঝা যায়, আগের অবস্থায় ফেরার কোনো প্রয়োজন নেই।" দেশ যে মূল্য দিয়েছে, বিশেষ করে ৫ আগস্টের ঘটনা, তা রাজনীতিকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে , বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে অংশ নেন 'যায় যায় দিন' সম্পাদক শফিক রেহমান , 'দ্য ডেইলি স্টারের ' সম্পাদক মাহফুজ আনাম , 'মানবজমিনের' প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী , দৈনিক 'নিউ এজ '-এর সম্পাদক নূরুল কবীর , 'কালের কণ্ঠ ' সম্পাদক হাসান হাফিজ , 'যুগান্তর সম্পাদক' আবদুল হাই শিকদার -সহ সাংবাদমাধ্যমের অনেক সম্পাদক। এদিকে , বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী , বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

ব্যবসায়ীদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ সহজ করার অনুরোধ

বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ সহজ করতে মার্কিন প্রশাসনকে অনুরোধ জানিয়েছেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। শুক্রবার ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অ্যালিসন হুকারের সাথে বৈঠকে এই অনুরোধ জানান বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। বাংলাদেশ সরকারের প্রেস উইংয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, বৈঠকে সাম্প্রতিক 'ভিসা বন্ডের' প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ সহজ করার জন্য অনুরোধ জানান নিরাপত্তা উপদেষ্টা। সম্ভব হলে স্বল্পমেয়াদি ব্যাবসায়িক বি-১ ভিসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের 'ভিসা বন্ড' থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার আহ্বান জানান তিনি। জবাবে অ্যালিসন হুকার জানান, যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনায় নেবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ভবিষ্যতে পর্যটকদের অতিরিক্ত সময় দেশটিতে থাকার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এলে যুক্তরাষ্ট্র 'ভিসা বন্ড' সংক্রান্ত বর্তমান শর্তাবলি পুনর্বিবেচনা করতে পারে। বৈঠকে বাংলাদেশের আসছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন, যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশের বাণিজ্যসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে বাংলাদেশ সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

তাসনিম জারার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তাসনিম জারার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। শনিবার সকালের পর থেকে শুরু হওয়া শুনানিতে তার মনোনয়ন বৈধ করা হয়। তিনি ঢাকা -৯ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। গত সোমবার নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি আপিল করেছিলেন। প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণার পর সাংবাদিকদের তাসনিম জারা বলেন , "নির্বাচন কমিশনে আমাদের যে আপিল, সেটা মঞ্জুর হয়েছে। ঢাকা-৯ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আমি যে মনোনয়নপত্র দিয়েছিলাম , আমার প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। " ৩ জানুয়ারি মনোনয়ন যাচাই -বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা জারার মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রথম দিনে ১৬ জনের প্রার্থিতা বাতিল করল নির্বাচন কমিশন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) শনিবার প্রথম দিনের আপিল শুনানি শেষ ১৬ জনের প্রার্থিতা বাতিল করেছে কমিশন। শনিবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে এ শুনানি বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের অডিটরিয়ামে এ শুনানি হয়। এতে স্থানীয় পর্যায়ে মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল করা প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। শুনানি শেষে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ জানান , প্রথম দিনের ৭০টি আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৫২টি আপিল মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৫টি আপিল নামঞ্জুর এবং ৩টি আপিল অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে। শনিবার সকাল ১০টা থেকে নির্বাচন কমিশনে আপিল শুনানি শুরু হয়। আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত শুনানি চলবে। প্রথম দিনে ৭০টি আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২৮০ জনের আপিল শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

বাড়ছে সহিংসতা, সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির মুখে সুষ্ঠু পরিবেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশ্লেষকেরা। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনের আগে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সহিংসতা, মব ভায়োলেন্স, বিশেষ করে গুলিতে হত্যাকাণ্ড বেড়েছে। তফশিল ঘোষণার পর রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণহানির ঘটনাও বেড়েছে। আইন-শৃঙ্খলার এমন অবনতিতে আসছে, নির্বাচনের সময়ে পরিস্থিতি কতটা সুষ্ঠু থাকবে, তা নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে। দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচনকালীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম। ডয়চে ভেলেকে এই বিশ্লেষক বলেন, “সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে দুই ধরনের শঙ্কা রয়েছে। প্রথমত, এটা ইনক্লুসিভ নির্বাচন হচ্ছে না। এখানে যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তারা তো ঝামেলা করতেই পারে। দ্বিতীয়ত, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে লুট হওয়া প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র এখনো অপরাধীদের হাতে রয়েছে। সেই অস্ত্রগুলো তো সাধারণ মানুষের কাছে নেই। যাদের কাছে আছে তারা তো ভালো মানুষ না। ফলে এই অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা না গেলে তো আরও বেশি বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে।” সর্বশেষ, গত বুধবার রাতে কারওয়ান বাজারে ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলার আজিজুর রহমান মুসাব্বিরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর আগে, গত সোমবার চট্টগ্রামের রাউজানের একজন যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। কক্সবাজারে একজন প্রার্থীকে কাফনের কাপড় পাঠিয়ে হুমকি দেওয়ার মতো ঘটনাগুলোও সামনে আসছে। গত মাসে তফশিল ঘোষণার পরদিনই ঢাকায় গুলিতে নিহত হন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে করা যাবে কি না, সেই প্রশ্নে নির্বাচন কমিশন বলছে, যে-সব ঘটনা ঘটছে, তার সবগুলো রাজনৈতিক বা নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা না। নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, “সহিংসতা যে কারণেই হোক, এটা যেভাবেই হোক, থামাতে হবে। সহিংসতা থাকলে নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত হবে। আমরাও তো মনে করছি, এটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ।”

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার পতনের দিন সারা দেশের থানায় অস্ত্র ও গুলি লুটের ঘটনা ঘটে। এসব অস্ত্রের কিছু উদ্ধার করা গেলেও, এখনো অনেক অস্ত্র উদ্ধার করা যায়নি। গত মঙ্গলবার চট্টগ্রামে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল সানাউল্লাহ জানিয়েছেন, লুট হওয়া সেসব অস্ত্রের ১৫ শতাংশ এবং ৩০ শতাংশ গুলি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এগুলো নির্বাচনের আগে ব্যবহার হতে পারে। পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি খন্দকার রফিকুল ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, “কিছু ঘটনা যে ঘটছে না, সেটা বলা যাবে না। তবে সবগুলো ঘটনাতেই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু করা যায়, সেজন্য যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তার সবকিছু নেওয়া হচ্ছে। এখন যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেগুলোতেও আমরা শক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছি। পাশাপাশি নতুন করে নির্দেশনাও দেওয়া হচ্ছে। সামনে পরিস্থিতি আরও ভালো হবে।” হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি তথ্য বলছে, গত এক বছরে অর্থাৎ ২০২৫ সালে এক বছরেই সারা দেশে ৯১৪টি রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৩৩ জন নিহত হয়েছে। আর এতে আহত হয়েছে সাড়ে সাত হাজারেও বেশি মানুষ। এই সময়ে মব সহিংসতা, গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে অন্তত ১৬৮ জন। পুলিশ সদর দফতরের হিসাব অনুযায়ী, গত জানুয়ারি মাসে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ২৭৬টি। এর মধ্যে, বেশ কিছু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এর আগে, ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের একটি বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে একতলা ভবনের দুটি কক্ষের দেয়াল উড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘটনাস্থল থেকে ককটেল, রাসায়নিক দ্রব্য ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এই ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতার ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, মাদ্রাসা পরিচালনার নামে ভাড়া করা ওই বাড়িতে তৈরি করা বেশ কিছু বোমা এর আগে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়েছে। এগুলো কী কাজে ব্যবহার করা হতো, সেটিও পরিষ্কার নয়। ১৯ ডিসেম্বর গভীর রাতে লক্ষ্মীপুরে দরজায় তালা লাগিয়ে ও পেট্রোল ঢেলে স্থানীয় এক বিএনপি নেতার ঘরে আগুন দেওয়া হয়। এতে আগুনে পুড়ে ওই নেতার সাত বছর বয়সি এক মেয়ের মৃত্যু হয়। দগ্ধ হন বিএনপি নেতাসহ তার আরও দুই মেয়ে। গত সোমবার রাতে চট্টগ্রামের রাউজানে এক

যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। একই দিন সন্ধ্যায় যশোরের মনিরামপুরে এক বরফ কল ব্যবসায়ীকে গুলি করে এবং রাত ৯টায় নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় আরেক ব্যবসায়ীকে বাড়ির ফটকে গুলি হত্যা করা হয়েছে। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, এসব ঘটনা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে এনে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ তৈরি করতে পারাটা ভোটের আগে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারের পক্ষ থেকে মব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নানা বক্তব্য এলেও, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর মবের ঘটনা ঘটছেই।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বলছে, গত বছরে এভাবে গণপিটুনি বা 'মব সন্ত্রাসের' শিকার হয়ে প্রাণ গেছে ১৯৭ জনের। ২০২৪ সালে মব সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হয়েছিলেন অন্তত ১২৮ জন। ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ১৩ ডিসেম্বর থেকে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২' শুরু হয়। ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এই অভিযানে ১৫ হাজার ৯৩৬ জন গ্রেফতার হন। তবে এই অভিযানেও চিহ্নিত, পেশাদার ও বড় সন্ত্রাসী গ্রেফতারের সংখ্যা খুবই কম। তা ছাড়া অস্ত্র উদ্ধারের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এই সময়ে মোট অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ২৩৬টি। নির্বাচনকেন্দ্রিক আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রার্থীদের মধ্যে এক ধরনের উদ্‌বেগ রয়েছে। গোপালগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানীর একটি ভিডিয়ো থেকে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ৭ জানুয়ারি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মতবিনিময়কালে এই প্রার্থীকে গায়ে থাকা বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট প্রদর্শন করতে দেখা যায়। চাদর সরিয়ে পাঞ্জাবির বোতাম খুলে ভেতরে পরা বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট দেখিয়ে এস এম জিলানী বলেন, "আমাদের জীবনের হুমকি আছে, এটা সত্য। দেখেন, এখনো বুকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে আছি। জানি না, কখন কী হয়, তাই সব সময় সতর্ক থাকি।"

এর আগে, গত বছরের ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম-৮ আসনে (বোয়ালখালী-চান্দগাঁও) বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর জনসংযোগে গুলি করা হয়। এতে একজন নিহত হন। এখন পর্যন্ত খুনি বা হামলাকারীরা গ্রেফতার হয়নি। ব্যবহৃত অস্ত্রটিও উদ্ধার হয়নি। বিদ্যমান বাস্তবতায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্‌বেগ জানিয়ে, নিজেদের নিরাপত্তা চেয়ে ইতোমধ্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্তত ২০ জন নেতা। এর মধ্যে চরমোনাই পীর ও গণসংহতি আন্দোলনের জুনায়েদ সাকিকে অস্ত্রধারী গানম্যান দেওয়া হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা একটি চরম ও ধারাবাহিক রূপ ধারণ করেছে, যা ২০২৫ সালে আরও বিস্তৃত ও সহিংসতর হয়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে দেশে অন্তত ৪০১টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় প্রায় ৪ হাজার ৭৪৪ জন আহত এবং ১০২ জন নিহত হয়েছেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় বাংলাদেশের বড় সাফল্য

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিকভাবে লাভজনক বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ফলে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং নতুন সুযোগ সৃষ্টির পথ খুলে গেলো। বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থানরত জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত জেমিসন গ্রিয়ার বাংলাদেশে আরোপিত বর্তমান ২০ শতাংশ পারস্পরিক শুল্কহার কমানোর বিষয়টি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে উত্থাপন করতে সম্মত হয়েছেন। এই শুল্কহার কমানো হলে তা আঞ্চলিক প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এর পাশাপাশি, বাংলাদেশের রপ্তানি অগ্রাধিকারকে সমর্থন দিতে উভয় পক্ষ একটি উদ্ভাবনী ও ভবিষ্যৎমুখী সমাধানে পৌঁছেছে, যা আরও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এসব তথ্য জানান। তিনি জানান, গতকাল ড. খলিলুর রহমান ও রাষ্ট্রদূত গ্রিয়ারের মধ্যে আলোচিত একটি প্রস্তাবিত বিশেষ সুবিধা কাঠামোর আওতায় বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কমুক্তভাবে টেক্সটাইল ও পোশাক রপ্তানির সুযোগ পাবে, যার পরিমাণ নির্ধারিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত তুলা এবং কৃত্রিম তন্তুভিত্তিক টেক্সটাইল উপকরণ বাংলাদেশ যে পরিমাণ আমদানি করবে, তার সমপরিমাণ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

মতপার্থক্য থাকলেও যেন মতবিভেদ না হয়: তারেক রহমান

মতপার্থক্য থাকলেও যেন মতবিভেদ না হয়, সেজন্য আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের তাগিদ দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার দুপুরে রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। বিএনপির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় ৫ আগস্টের আগে ফিরে তাকানোর সুযোগ নেই। যে-কোনো মূল্যে দেশকে গণতান্ত্রিক ধারায় রাখতে হবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ওপর জোর দিয়ে নিজের ও বিএনপির পরিকল্পনার কিছু অংশ তুলে ধরেন বিএনপি চেয়ারম্যান। দেশকে এগিয়ে নিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিগত সরকারের আমলে মতবিরোধের বাজে দৃষ্টান্ত দেখেছে দেশ। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি দেশ গণতন্ত্রের দিকে যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে না পারলে, সব অর্জন ধ্বংস হয়ে যাবে উল্লেখ

করে তারেক রহমান বলেন , বিএনপি বিজয়ী হলে নারী, কৃষক, প্রবাসী, তরুণসহ সব নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নে নানান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। দেশ পুনর্গঠনে গণমাধ্যমকর্মীরা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন বলেও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন বিএনপি চেয়ারম্যান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

তারেক রহমানের সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনারের বৈঠক

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা। শনিবার বিকেল ৫টার দিকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়। বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং দলের আন্তর্জাতিকবিষয়ক যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

তারেক রহমানের সঙ্গে ইইউ'র প্রধান নির্বাচন পর্যবেক্ষকের সাক্ষাৎ

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ড . ইভারস আইজাবস। শনিবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জা নান, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠক শেষে বিকেল ৪টার একটু আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল বিএনপির কার্যালয় ত্যাগ করে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

সুদহার কমানো সহজ নয়, ভারসাম্য দরকার : অর্থ উপদেষ্টা

সুদের হার কমানো কোনো একক সিদ্ধান্তের বি ষয় নয়, এতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, সুদের হার কমানো নিয়ে অনেক সময় সহজ সমাধানের কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো , একদিকে সুদ কমালে অন্যদিকে অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি হয়। ট্রে জারি বিল, ব্যাংকিং খাত ও বাজার ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় না রেখে সুদের হার কমালে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে সামগ্রিক অর্থনীতিতে। শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ব্যাংকিং অ্যালমানাকের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ট্রেজারি বি লের সুদহার এরই মধ্যে কমেছে উল্লেখ করে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এর প্রতিফলন ধীরে ধীরে বাজারে আসবে। তবে যদি ট্রেজারি বিল বা সঞ্চয়পত্রের সুদ বাড়িয়ে দেওয়া হয় , তাহলে ব্যাংকে আমানত রাখা কমে যাবে, যা ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি বলেন, ব্যাংক খাতের মূল কাজ হলো সঞ্চয় ও ঋণের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করা। ব্যাংক ও নন -ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। এই কাঠামো দুর্বল হলে পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

নারায়ণগঞ্জে সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ৮ শ্রমিক দগ্ধ

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে একটি সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ৮ জন শ্রমিক দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাতে বন্দরের কদম রসূল এলাকার আকিজ কোম্পানির সিমেন্ট কারখানাতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে দগ্ধরা হলেন- মো. হান্নান (৪৫), মঞ্জুর (২৮), মো. হাবিব (৪৩), বাকিবুল (২৫), মো. খোরশেদ (৩৫), তারেক (২৬), ফেরদাউস (৩৫)। বাকী একজনের নাম পাওয়া যায়নি। দগ্ধদের রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে। বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মুক্তার আশরাফ বলেন, সন্ধ্যার পরে কারখানাটির বয়লার কক্ষে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় কারখানা ভবনের কয়েকটি কক্ষের কাচের প্রাচীরও ভেঙে গেছে। বিস্ফোরণে বয়লার কক্ষে কর্মরত আটজন শ্রমিকের শরীরের 'সামান্য কিছু' অংশ পুড়ে যায় এবং তাদের শরীর, কাচের আঘাত লাগে। আহতদের প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০১.২০২৫ নারগীস)

নির্বাচন পর্যন্ত সরকারি যোগাযোগে গণভোটের লোগো ব্যবহারের নির্দেশ

নির্বাচন পর্যন্ত সরকারি যোগাযোগে গণভোটের লোগো ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত ব্যানার দৃষ্টিনন্দন স্থানে প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। গত ৭ জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সব মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এর আগে , এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে গত ৫ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ চিঠিতে জানিয়েছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একইসঙ্গে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলোর ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ এ গণভোটের বিষয়ে ভোটারদের ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। সব সরকারি যোগাযোগে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত গণভোটের লোগো ব্যবহার এবং সরকারি , আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠা নে দুটি খাড়া ব্যানার প্রতিষ্ঠান প্রধানরা স্ব-উদ্যোগে প্রিন্ট করে অফিসের সামনে দৃষ্টিনন্দন স্থানে প্রদর্শন করলে সেবাগ্রহীতা এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা পাবে। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সম্মতি রয়েছে বললেও জানিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এমতাবস্থায়, সব

সরকারি যোগাযোগে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত গণভোটের লোগো ব্যবহার এবং তার আওতাধীন সব সরকারি , আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দুটি করে ভার্টিক্যাল ব্যানার দৃষ্টিনন্দন স্থানে প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয় চিঠিতে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

১৬ মাসে সবচেয়ে বেশি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছি আমি: আসিফ নজরুল

বাংলাদেশে গত ১৬ মাসে সবচেয়ে বেশি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হওয়ার দাবি করেছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, বাংলাদেশে গত ১৬ মাসে সবচেয়ে বেশি সাইবার বুলিং কার বিরুদ্ধে হয়েছে? আমার বিরুদ্ধে হয়েছে, চ্যালেঞ্জ করে বললাম। প্রথম চার মাসে শুধু চারটা ডেডিকেটেড ভিডিয়ো করা হয়েছে আমাকে টার্গেট করে। শনিবার দুপুরে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ সিজিএস আয়োজিত ‘রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা’ শীর্ষক পলিসি ডায়ালগে তিনি এসব কথা বলেন। আইন উপদেষ্টা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমি ১৫ বছর ছিলাম পাকিস্তানের দালাল, ওভার নাইট আমি ভারতের দালাল হয়ে গেছি। আমার আমেরিকায় বাড়ি আছে, আমার পরিবার চলে গেছে অলরেডি আমেরিকায়। প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করে বলেছি, আজ থেকে ছয় মাস আগে, কেউ খুঁজে বের করতে পারেনি। যেই মিথ্যুক, যে যে বদমাইশ এগুলো প্রচার করেছে, তাদের কেউ কিছু বলেছেন? এর চেয়ে বড় সাইবার বুলিং হয়? একটা মানুষ যার জীবনে সততা সবচেয়ে বড় অহংকার, তার বিরুদ্ধে এ ধরনের ক্যাম্পেইন করা হয়েছে। জুলাইয়ের মামলাগুলোয় জামিনের ব্যাপারে তার হাত নেই দাবি করে উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশে যত জামিন হয়েছে জুলাইয়ের ঘটনায়, এই জামিনের ৯০ শতাংশ হয়েছে হাইকোর্ট থেকে। হাইকোর্টে যে জামিন দেন, জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনো ভুল থাকে, সেটা বিচারকের দোষ। বিচারকদের অনেকেই আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট আমলে নিয়োগ পাওয়া, তাদের সরানোর দায়িত্ব ছিল প্রধান বিচারপতির অধীনে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে। এখানে আইনমন্ত্রী কিছু করতে পারেন না। আমি কি হাইকোর্টের বিচারককে সরাতে পারি? তিনি বলেন, হাইকোর্টের বিচারক জামিন দিলে আমি কি হাইকোর্টের বিচারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি? হাইকোর্টের বিচারক যদি অন্যায়ভাবে জামিন দেন, এটা হাইকোর্টের বিচারকের দোষ। আর হাইকোর্টের বিচারকের নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছে প্রধান বিচারপতি। তাহলে প্রধান বিচারপতিকে আপনারা প্রশ্ন করেছেন? হাইকোর্টে যতগুলো জামিন হয়েছে, সবগুলো আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি সত্যি এসব বন্ধ করতে চান, তাহলে আপনি যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন না কেন? (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

ব্যাংক খাতে লুটপাটের সংস্কৃতি আর ফিরতে দেওয়া হবে না: গভর্নর

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে লুটপাটের সংস্কৃতি আর কখনই ফিরতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলে ন, এ লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সহযোগিতা অপরিহার্য। শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইসলামি ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং কনফারেন্সের সমাপনী দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন গভর্নর। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের অতিথিরা অংশ নেন। গভর্নর বলেন, ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণ ব্যাংকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আমানতকারীদের ভালো মুনাফা দিতে সক্ষম হয়েছে। তবে সুশাসন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ খাত থেকে বিপুল অর্থ লুটপাটের সুযোগ নিয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং খাত জনগণের আস্থা হারায়নি। গত এক বছরে সবচেয়ে বেশি আমানত এসেছে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নেওয়া সহায়তার অর্থ ফেরত দিয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

রাজশাহীতে হাসপাতালে মিলছে না জলাতঙ্কের টিকা, ফিরে যাচ্ছেন রোগীরা

রাজশাহী বিভাগের সরকারি হাসপাতালগুলোতে জলাতঙ্কের টিকার তীব্র সংকট চলছে। সরবরাহ ও মজুত না থাকায় এক মাসের বেশি সময় ধরে টিকা পাচ্ছেন না কুকুর বা অন্য প্রা ণীর কামড়ে আক্রান্ত রোগীরা। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন তারা। হাসপাতালে টিকা না পেয়ে বাধ্য হয়েই বেসরকারি ফার্মেসিতে ধরনা দিচ্ছেন রোগীর স্বজনরা। তবে সেখানেও অপ্রতুল টিকা মিললেও , কিনতে হচ্ছে কয়েকগুণ বেশি দামে। স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে , সারা দেশে জলাতঙ্কের টিকার সরবরা হ বন্ধ। কুকুরের আঁচড়ে আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছেন চব্বিশ নগরের সুরাতন বিবি। হাসপাতালে এসে তিনি যখন জানতে পারেন , টিকা নেই। তখন তার চোখে-মুখে আতঙ্ক ভর করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, সরবরাহ নেই। পরে বাইরের ফা র্মেসিগুলোতেও তিনি একই চিত্র দেখেন। নিজের অসহায়ত্বের কথা জানিয়ে পঞ্চাশোর্ধ্ব ওই নারী বলেন , “কুকুরে কামড় দিছে, টিকা পাইতাছি না। কী হবে আমার?” হাসপাতালে জলাতঙ্কের টিকা নিতে আসা রোগীরা বলছেন, হাসপাতাল থেকে ফার্মেসি কোথাও টিকা পাওয়া যাচ্ছে না। দু -এক জায়গায় পাও য়া গেলেও, দাম নিচ্ছে আকাশচুম্বী। ৪০০ টাকার ঔষধ ১২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মুখপাত্র ডা . শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, প্রতিদিন গড়ে ২৫০-৩০০ রোগী জলাতঙ্কের টিকা নিতে হাসপাতালে আসছেন। কিন্তু সরবরাহ না থাকায় তাদের ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

দেশে বিনিয়োগ ইতিহাসে সর্বনিম্ন, এডিপি বাস্তবায়ন ১০ বছরে সবচেয়ে কম : সিপিডি

দেশে এডিপি বাস্তবায়নের হার গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগ ঐতিহাসিকভাবে নিচে নেমে গেছে, সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন। বিদেশি বিনিয়োগও সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অসহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। এ অবস্থায় দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে অন্তবর্তী সরকারের সংস্কার কাজ নির্বাচিত সরকারকেও চালিয়ে যেতে হবে। শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। 'বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০২৫-২৬: নির্বাচনি বাঁকে বহুমাত্রিক ঝুঁকি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সিপিডির গবেষণা ফেলো ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রমুখ। নির্বাচিত সরকারকে ব্যাংক খাতের সংস্কার চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, নতুন সরকারের সময়ে সংস্কার কার্যক্রম যেন থেমে না যায়। সংস্কার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজন হলে একীভূত করতে হবে। প্রয়োজন হলে কোনোটি বন্ধ করে দিতে হবে। আমানতকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে হবে। ব্যাংক খাত নিয়ে স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

১৫ বছরে পুলিশ দলীয় পুলিশ হিসেবে গড়ে উঠেছিলঃ আইজিপি

পুলিশের মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম বলেছেন, বিগত ১৫ বছরে পুলিশ দলীয় পুলিশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। নানান ধরনের বিচ্যুতি ছিল আমাদের মধ্যে। আমরা অনেক গণবিরোধী কাজ করেছি। শনিবার দুপুরে রংপুর পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। আইজিপি বলেন, "জুলাই-আগস্ট মাসে যে দুঃখজনক ঘটনাগুলো ঘটেছে , বিপুল পরিমাণ আন্দোলনকারী প্রাণ দিয়েছেন , শহিদ হয়েছেন। এসব ঘটনার ফলে পুলিশের যারা লোভী , দলকানা কিছু নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যের কারণে আমাদের ওপরে যে দায়ভার এসেছে , এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ পুলিশকে আবার স্বমহিমায় দাঁড় করানো , তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে, তাদেরকে আবার তাদের কাজে ফিরিয়ে আনা - এই গত এক বছরে আমরা এটা চেষ্টা করেছি। আমরা বলবো না আমরা শতভাগ সফল হয়েছি, তবে আমাদের চেষ্টার কোনো কমতি নেই। " শতভাগ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ কোনো জায়গায় করা যায় না জানিয়ে পুলিশের মহাপরিদর্শক বলেন , "অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এটা শতভাগ তো কোনো জায়গায় করে ফেলা যায় না। আমাদের দেশের গত ১০-১৫-২০ বছরের অপরাধ পরিসংখ্যান যদি নেন, প্রতি বছরই সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার হত্যা সংঘটিত হয়ে থাকে। আমাদের অবশ্যই চে ষ্টা থাকবে একজন লোকও যেন মারা না যায়। সেটা আমাদের লক্ষ্য। " (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

২০২৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১০০৮ শিশু, মৃত্যু বেশি আঞ্চলিক সড়কে

সদ্য বিদায়ি ২০২৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায়, গাড়ি চাপায় সারাদেশে ১ হাজার ৮ জন শিশু নিহত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৬৪ শিশু নিহত হয়েছে আঞ্চলিক সড়কে, যা মোট মৃত্যুর ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ। নিহতদের মধ্যে বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রী ও চালক/হেলপার হিসেবে নিহত হয়েছে ৫৩৭ শিশু এবং পথচারী হিসেবে, বিভিন্ন যানবাহনের ধাক্কায় নিহত হয়েছে ৪৭১ শিশু। শনিবার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ২০২৫ সালের সড়ক দুর্ঘটনার বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ করে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদন তুলে ধরেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ। ৯টি জাতীয় দৈনিক, ৭টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। সংবাদ সম্মেলনে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, নিহত ১০০৮ শিশুর মধ্যে বাস ও পণ্যবাহী যানবাহনের ধাক্কায় নিহত হয়েছে ১৮৭ শিশু। প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাস, অ্যাম্বুলেন্স ও জিপের ধাক্কায় নিহত হয়েছে ৩২ শিশু। থ্রি-হুইলার ও নসিমন-ভটভটির ধাক্কায় নিহত হয়েছে ১৯৮ শিশু। বেপরোয়া মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়েছে ৫৪ শিশু। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনে ভোট স্থগিত, ইসির পরিপত্র জারি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সীমানা জটিলতার কারণে পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনে ভোটগ্রহণ স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন। শনিবার ইসি এ-সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করেছে। এতে স্বাক্ষর করেন সংস্থার উপ-সচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন। ইসি জানায়, জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকা ৬৮ (পাবনা-১) ও ৬৯ (পাবনা-২)-এর সীমানাসংক্রান্ত মামলায় আপিল বিভাগ গত ৫ জানুয়ারি আদেশ দিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি হতে যাওয়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ দুই নির্বাচনি এলাকায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভোট স্থগিত রাখার জন্য ইসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস করে গত বছরের ৪ সেপ্টেম্বর ইসি চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে। সেখানে সাঁথিয়া উপজেলার পুরো অংশ নিয়ে পাবনা-১ আসন ও সুজানগর ও বেড়া উপজেলার সমন্বয়ে পাবনা-২ আসন চূড়ান্ত করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার দাবি

অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবা দ সম্মেলনে এই দাবি জানায় সংগঠনটি। এ সময় সংগঠনের পক্ষে সরকারের কাছে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো . সিরাজুল মাওলা বলেন, বর্তমানে এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টে শন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে লক্ষাধিক এলপিজি চালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস সংগ্রহ করতে পারছেন না। এ তে যাত্রীসেবাও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহার হয়। এর মধ্যে, যানবাহন খাতে মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, অর্থাৎ মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃ ত হয়। অথচ এই পরিমাণ এলপিজি গ্যাস স্টেশনে সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো অটোগ্যাস খাত আজ বিপর্যয়ের মুখে। মো. সিরাজুল মাওলা আরও বলেন , আমরা বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশনের প্রতি জোরালোভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, যানবাহন খাতে ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে মোট এ লপিজি ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার মেট্রিক টন এল পিজি অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে নিরব চ্ছিন্নভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা হোক। এই ন্যূনতম সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব , সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এই শিল্প ধ্বংস হলে প্রায় দেড় লক্ষ এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক চরম ভোগান্তিতে পড়বেন। বাধ্য হয়ে তারা এলপিজি কিট খুলে অন্য জ্বালানিতে ফিরে যাবেন , যা দেশের জ্বালানি ভারসাম্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৫ আসাদ)

মাদুরোর মুক্তির দাবিতে মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে যুক্তফ্রন্টের বিক্ষোভ মিছিল

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর মুক্তির দাবিতে মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বামপন্থি দলগুলোর রাজনৈতিক মঞ্চ গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট। শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের নেতৃত্বে রাজধানীর সুবাস্তু নজর ভ্যালির সামনে থেকে এ বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এদিকে, গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের সমাবেশের কারণে বাড্ডা থেকে কুড়িল বিশ্বরোড অভিমুখী সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন মানুষ। এ সময় তারা 'মাদুরোকে অপহরণ কেন, ট্রাম্প, জবাব চাই', 'মাদুরোর মুক্তি চাই, দিতে হবে দিয়ে দাও', মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, রুখে দাও, দিতে হবে' স্লোগান দেন। মিছিলটি শাহজাদপুরের কনফিডেন্স টাওয়ারের সামনে গেলে সেখানে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় পুলিশ। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন যুক্তফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

প্রার্থিতা যাচাইয়ে ইসিতে আপিল শুনানি শেষ হবে১৮ জানুয়ারি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন শুনছেন নির্বাচন কমিশন। শনিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে শুনানিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অন্য নির্বাচন কমিশনাররা রয়েছেন। শুনানিগুলোর রায় ঘোষণা শেষ হবে ১৮ জানুয়ারি। এ সময় আপিলকারীসহ তাদের প্রতিনিধিরাও অংশ নিচ্ছেন। এবার মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে মোট ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা পড়ে। শনিবার শুরু হয়ে শুনানি চলবে আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৫ আসাদ)

প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জামায়াতের হামিদুল আজাদ

কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনে জামায়াতপ্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আ জাদের মনোনয়ন বৈধ করেছে নির্বাচন কমিশন , ইসি। শনিবার ইসির আপিল শুনানি শেষে প্রার্থিতা ফিরে পান তিনি। প্রার্থিতা ফেরত চেয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসিতে আবেদন করেন তিনি। শনিবার শুনানিতে তার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়। শুনানি শেষে আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহমুদ আল মামুন হিমু বলেন, গত ২ জানুয়ারি বাছাইয়ে হামিদুর রহমান আ জাদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল, এর বিরুদ্ধে আমরা নির্বাচন কমিশনে আপিল করি। আজ তিনি প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৫ আসাদ)

ফুটবল প্রতীকে ভোট করতে চান তাসনিম জারা

ফুটবল প্রতীক নিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান ঢাকা -৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা . তাসনিম জারা। শনি বার নির্বাচন কমিশনে অনুষ্ঠিত আপিল শুনানি শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। এদিন আপিল শুনানিতে তার মনোনয়ন বৈধ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাসনিম জারা বলেন, আমাদের আপিল মঞ্জুর হয়েছে। ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আমি মনোনয়ন নিয়েছিলাম। আমার প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত এক

সপ্তাহে অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে গিয়েছি। দেশে -বিদেশে সবাই অনেক শুভ কামনা জানিয়েছেন , অনেক দোয়া করেছেন। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৫ আসাদ)

আপিল শুনানির প্রথম দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ও হারালেন যারা

নির্বাচন কমিশনে আপিল শুনানির প্রথম দিনে ৫১ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। আর একজনের প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে। অন্যদিকে , তিনজনের বিষয়টি অপেক্ষমাণ রয়েছে। শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবন অডিটোরিয়ামে প্রথম দিনের শুনানিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে শুনানিতে চার নির্বাচন কমিশনাররাও অংশ নেন। প্রথম দিন নির্ধারিত ৭০টি আপিল আবেদনের শুনানি করা হয়। নির্বাচন কর্মকর্তারা জানান , আপিল আবেদন শুনানিতে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী হামিদুর রহমান আজাদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারাসহ ৫১ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

বনশ্রীতে কিশোরীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রীর একটি বাসা থেকে ফাতেমা আক্তার নিলি (১৭) নামের এক কিশোরীর গলাকাটা মর দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার বিকেলে দক্ষিণ বনশ্রীর এল ব্লকের ২/১ নং (প্রীতম ভিলা) বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ডিএমপির খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো . শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। শফিকুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে , এটি হত্যাকাণ্ড। দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টার মধ্যে যে-কোনো সময় ওই তরুণীকে হত্যা করা হতে পারে। জানা গেছে , নিহত ফাতেমা আক্তার নিলি হবিগঞ্জের লাখাই থানার বামৈন গ্রামের সজিব মিয়ার মেয়ে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০১.২০২৬ আসাদ)

BBC

IRAN MEDICS DESCRIBE OVERWHELMED HOSPITALS AS PROTESTS CONTINUE

As protesters in Iran continue and Iranian authorities issued coordinated warnings to protesters, a doctor and medical at two hospitals told the BBC their facilities were overwhelmed with injuries. One doctor said a Tehran eye hospital had gone into crisis mode, while the BBC also obtained a message from a medic in another hospital saying it did not have enough surgeons to cope with the influx of patients. On Friday, US President Donald Trump said Iran was in "big trouble" and warned "you better not start shooting because we'll start shooting too". Iran in a letter to the UN Security Council blamed the US for turning the protests into what it called "violent subversive acts and widespread vandalism".

(BBC News Web Page: 10/01/26, FARUK)

GREENLANDERS FEAR FOR FUTURE AMIDST GEOPOLITICAL STORM

US Secretary of State Marco Rubio will meet Danish and Greenlandic officials next week to discuss the fate of Greenland - a semi-autonomous territory of Denmark that President Donald Trump says he needs for national security. The vast island finds itself in the eye of a geopolitical storm with Trump's name on it and people here are clearly unnerved. Greenland is nine times the size of the UK but it only has 57,000 inhabitants, most of them indigenous Inuit. (BBC News Web Page: 10/01/26, FARUK)

TRUMP SEEKS $100BN FOR VENEZUELA OIL, EXXON BOSS SAYS 'UNINVESTABLE'

US President Donald Trump has asked for at least $100bn in oil industry spending for Venezuela, but received a lukewarm response at the White House as one executive warned the South American country was currently "uninvestable'. Bosses of the biggest US oil firms who attended the meeting acknowledged that Venezuela, sitting on vast energy reserves, represented an enticing opportunity. But they said significant changes would be needed to make the region an attractive investment. No major financial commitments were immediately forthcoming. Trump has said he will unleash the South American nation's oil after US forces seized its leader Nicolas Maduro in a 3 January raid on its capital.

(BBC News Web Page: 10/01/26, FARUK)

US SEIZES FIFTH OIL TANKER LINKED TO VENEZUELA: OFFICIALS

US forces have seized another tanker in the Caribbean Sea, officials say, as the Trump administration continues its efforts to control exports of Venezuelan oil. The tanker, the Olina, is on multiple countries sanctions lists and the fifth vessel to be seized by the US in recent weeks. The US is using the seizures to pressure Venezuela's interim government and remove the so-called dark fleet of tankers from service. Officials say this fleet consists of more than 1,000 vessels that transport sanctioned and illicit oil. "Once again, our joint

interagency forces sent a clear message this morning: 'there is no safe haven for criminals,'" said the US military's Southern Command on Friday.
(BBC News Web Page: 10/01/26, FARUK)

EU REACHES SOUTH AMERICA TRADE DEAL AFTER 25 YEARS OF TALKS

The EU has reached a free trade agreement with South American countries, 25 years after talks began and despite opposition from farmers in several European countries. The deal with the Mercosur trading bloc - which includes Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay - will require the approval of the European parliament within the next few months. Brazil's President Luiz Inacio da Silva hailed it as a "historic day for multilateralism" after the four South American countries put the final touches to the deal in Brussels. It comes against the backdrop of US President Donald Trump's tariffs on countries around the world and his recent military intervention in Venezuela. (BBC News Web Page: 10/01/26, FARUK)

EXTREME COLD KILLS ANOTHER INFANT IN GAZA AS ISRAEL BLOCKS VITAL AID

A seven-day-old infant has died due to the extreme cold in the Gaza Strip as the Israeli blockade of vital necessities worsens the humanitarian crisis in the Palestinian enclave. Medical sources told the BBC on Saturday that Mahmoud Al-Aqraa died in Deir el-Balah in central Gaza amid rapidly decreasing temperatures. Palestinians living in makeshift tents have little protection from the strong wind and rain, as most shelters are made of thin canvas and plastic sheeting. (BBC News Web Page: 10/01/26, FARUK)

DEATH IN PHILIPPINES LANDFILL COLLAPSE HITS 4, DOZENS STILL TRAPPED

The death toll from a landfill collapse in the central Philippines has risen to four, an official said, as rescue efforts continue for dozens who remained missing. The Binaliw landfill in the central city of Cebu collapsed on Thursday, with 110 workers on site at the time. Several structures and facilities inside the landfill were damaged during the collapse. Cebu City Mayor Nestor Archival said in a Facebook post on Saturday that the death toll had risen to four and 12 others had been sent to hospitals. (BBC News Web Page: 10/01/26, FARUK)

:: The End::